Department of Bengali *Date: 02/06/2020*

Patna University

on line class sem-II

Subject – Bengali C.C -06

Teacher – Dr. Sagar sarkar

<u>তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা</u>

<u>উপন্যাস প্রকৃত নায়ক প্রতিনায়ক এর দ্বন্দ্ব বিচার করো</u>

- বাংলা কথাসাহিত্যে রাজ্যের সম্রাট তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শুধু যে বৃত্ত বদ্ধ জীবনের কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে তা নয় এখানে কালের পরিবর্তন উপস্থিত। অভিজ্ঞতার বলায় আবর্তিত উপলব্ধির জগতে নতুন জীবন সংকেতের অভ্যাগম সূচিত হয় অত্যান্ত সঙ্গতক ও স্বাভাবিক ভাবে উপন্যাসের নায়ক প্রতিনায়ক দ্বন্দ্ব–সংঘাত প্রবলভাবে উপন্যাসটি উপস্থাপিত হয়েছে। কাহার কুলের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও সংস্কার কে কেন্দ্র করে যে লৌকিক সমাজ মানুষের প্রকাশে বিশিষ্ট এই নরগোষ্ঠীর জীবন এবং যার প্রতিনিধিত্বকারী নায়ক বনওয়ারী সেখানে নতুন যৌবনের দূত স্বরূপ সেই কাহারি এক সন্তান করালি প্রথম যেখানে অবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটলো। ফলে নায়ক বনোয়ারী ও প্রতিনায়ক করালির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। লৌকিক বিশ্বাস কর্তা বাবা ও কালা রুদ্রের প্রতি আত্মসমর্পণের যে আকাঙ্ক্ষা লালিত হত কাহার সমাজের করালি কাজের মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাস কেন্দ্রিক জীবনে আঘাত লাগলো।। সমাজপতি বনোয়ারী নির্দেশকে করালি কালাপাহাড়ী স্বভাবে অগ্রাহ্য করে।তার পোষা কুকুর

কর্তার থানের চন্দ্রবোডার সাপের বিষে মারা গেছে অনুমান করে তাকে বাঁশ বাগানে আগুন দিয়ে সে হত্যা করে। করালি সমাজপতি বনোয়ারির শাস্তি উপেক্ষা করে পাখি আর নসুবালা কে নিয়ে চন্দনপুরা চলে যায়।। অবশ্য পরবর্তীকালে বনোয়ারী উদ্যোগে করালি ও পাখির মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।। এবং গ্রাম সমাজে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে করালি বনোয়ারী স্নেহ লাভ করে। কিন্তু পুনরায় সমাজপতির নির্দে শ কে উপেক্ষা করে করালি চন্দন পারে চলে যায়। অতঃপর বনোয়ারির সঙ্গে করালি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে অধেলে ওঠে ।। শেষপর্যন্ত বনোয়ারী সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় করালি জয়লাভ করে এবং পরাভূত বনোয়ারি অসুস্থ হয়ে যায় এবং অবশেষে মারা যায়।।। সুবালি করালি র সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করলে শেষ পর্য পাখি আত্মঘাতী হয়। সময়ের পরিবর্তনে যুদ্ধের বাজারে করালি কাহার কুলের অনেকের অন্নের সংস্থান করে দেয়। পরিণামে বাস বাদি সমাজ জীবনের ইতিহাস পরিবর্তিত হয়ে যায়।। নতুন যুগের নায়ক করালি সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তনে কাহার কুলের জীবনধারার গতি সঞ্চার করে।।

- নতুন কাল ও কাহার দের জীবনে সেই কালের প্রতিভূ করা লীকে তারাশংকর উপযুক্ত মর্যাদায় গ্রহণ করলেও তাকে নায়েকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি।বনোয়ারি তার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টি আলো নিক্ষেপ করলেও তা সম্পর্কে সংস্কার বা সংশয় অনুপস্থিত নয়। করালি থেকেই কাহারপাড়া আর অনেক উন্নতি হবে এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারি তাকে নায়কোচিত দৃষ্টিতে দেখেছে। করালি যদি সকলকে কারখানা নিয়ে আসে তাহলে ছেলেগুলো চার ছাড়বে পালকি বাহন ছাড়বে পিতৃ-পুরুষের কুল ধর্ম জলাঞ্জলি দেবে মেয়েরাও যাবে পিছনে পিছনে।কাহার দের বসতি যে হাসুলীবাঁকের সেখানকার মাটিতে অন্যে

বনোয়ারী নিজের প্রাণের সত্তা খুঁজে পায়।। কাকার পাড়ার উৎসবেই বনোয়ারী জীবনের প্রাণস্পন্দন। বনোয়ারি তার অভীষ্ট দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন যে তাহাদের হিতার্থে করালি শক্তি দরকার।।করালি শক্তিমান সেই শক্তি নিবারণের জন্য মাতব্বর রূপে বনোয়ারী কোরালের প্রতি তার শাসনের কাঠিন্য শিথিল করেছে লংঘন করেছে তাহার দের নিয়ে শাস্তির বিধান। বনোয়ারি করালি সঙ্গে শুধুমাত্র সংঘাতে লিপ্ত নেই অনেক সময় তাদের সম্পর্ক পালক পারল সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। সমাজ শীতের ভাবনা থেকেই বনোয়ারী করালি সঙ্গে একটা সন্ধির কথা হয়েছিল পুরাতন এর সঙ্গে নতুনের সংগতি বিধানের ইচ্ছা হয়তো ছিল এবং মনে হয় তারাশংকরের ও তাই। করালি শক্তির অপচয় নিবারণের মতো পাখির ভবিষ্যতকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার কথা অন্যদিকে ভাবতে হয়। কেননা শেকাহার কুলের মাতব্বর সর্বোপরি উপন্যাসের নায়ক।পাপ পুণ্য মেয়েদের সতীত্বের মূল্য কাহার পাড়ার মাতব্বর বনোয়ারী বুঝলেও বিধির বিধান সে অগ্রাহ্য করতে পারে না কিন্তু বিধির বিধান উপরে আছে সব জাতের তাদের ময়লা মাটি সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সাতজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সাফ করে হারি ডোম বাউরি কাহার। শ্মশানে থাকে চন্ডাল। বিধির বিধান এইসব।।বিধির বিধান বলে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মনোয়ারের একথা বিশ্বাসের জায়গা আছে বিপদে-আপদে মনিরা অনেক করেন।ভূমি নারী সামর্থ্য আর প্রত্যাখ্য তা এই চতুঃসীমার মধ্যে হাসুলীবাঁকের কাকাদের বিস্তৃত জীবনে স্থির নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের জীবন করালি আঘাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে ফেলে।।।প্রতি নায়কের মর্যাদায় অভিষিক্ত কর আলী মাতব্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত করালি বাবার বাহন কে পুড়িয়ে মারে।। বাবুদের নামে নালিশ করে দরখাস্ত করে স্বজাতির জন্য

কেরোসিনের তেল এর বরাদ্দ বাড়ায়। সে মোড়লদের সঙ্গে বাবুদের সঙ্গে আবহমানকালের পার্থক্য ছিন্ন করতে চায়। করালি বিধির বিধান বলে কোন কিছু মানতে চায় না। অভ্যাস তো তার বিরুদ্ধে সেই স্পষ্ট প্রতিবাদ জানায়। শিরোধার্য না করে শির উত্তোলন তার স্বভাব ধর্ম। তার কথা যে মিথ্যা নয় এমন একটা চেতনার অংকুরও কাহারদের মধ্যে আবাসি তো হতে থাকে।তবু করালি সম্পর্কে তাদের সংসার অবিশ্বাস থেকেই যায় কেননা লৌকিক দেবতার লোকায়ন স্পর্শ অবহেলা করার অর্থ যে তাহাদের জীবন নিঃশেষ করে দেয় এমন প্রবণতা ও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়।

- নতুন কালের প্রতিনিধি করালি সেই বা কোন আশায় পথ দেখায় তাহাদের অভ্যস্ত জীবন চর্চার অন্তরালে যে শোচনীয় তা আছে তাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করে বলেছেন যার আছে সে ভদ্রলোকের পা চেটে পড়ে থাকে বরণীয় বলে মনে করেনি। নতুন কালের শানিত রূপ করালীর মাধ্যমে প্রকাশিত। যা প্রাচীন অর্থহীন বিচার-বিবেচনা তাকে সে অনায়াসে লংঘন করে।।কিন্তু করালির নামে যখন চুরির নালিশ ওঠে মদের নেশায় যখন সে বেসামাল হয়ে যায় অন্য মেয়ের প্রতি যখন সে লালসা পড়ান তখন মনে হয় নাকি যে এই করালি দ্বারা কাহার দের হিত অমঙ্গল করা সম্ভব কি করে আসলে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে করালি ঠিক অবহিত নয়।। বনোয়ারি নিষেধ অমান্য করে যাঁরা চন্দনপুরা শ্রমিক হতে গিয়েছিল তারা ও সংশোধিত হতে হতে বিপর্যস্ত মন নিয়ে হারানো সজীবতা সন্ধান ফিরে পায়। পুরাতন মূল্যবোধকে অর্ঘ্য দিয়ে বসে।আসলে ধণতন্ত্র স্পর্ধিত অভিযান কে বরণ করলেও সামন্ততন্ত্র তাদের মন থেকে নির্বাসিত হয়নি। আর এইখানে করালি পরিচয়।

- বঙ্গীয় সাহিত্য উপন্যাস ধারা গ্রন্থের শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “”করালি উপন্যাসের প্রতিনায়ক ও আধুনিক যুগের নতুন সম্ভাবনার ধারক ও বাহক।সমস্ত উপন্যাসটি যেন অতীত আধুনিক যুগের দুই প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি সত্তার শক্তি প্রতিযোগিতার রঙ্গভূমি। বনোয়ারি বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অনমনীয় জীবন নীতির পেছনে যেমন বহু যুগ আগত প্রাচীন আদর্শ ওকুল আচারের সঞ্চিত শক্তি ক্রিয়াশীল তেমনি কর আলীর মধ্যে যন্ত্র যুগের আত্মার নির্ভীক স্বাধীনতা ইচ্ছাশক্তি ও বিচিত্রকর্মা উদ্দাম উদ্ভাবন কৌশল লইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিআছে ।বনোয়ারি সমাজের সত্যপরাক্রম শাশ্বত নীতিবোধ ও অপরিবর্তনীয় অন্ধ সংস্কারের প্রতিযোগীতায় আপাতত প্রতিবাদ হইলেও কর আলীর একক শক্তি যে অমৃত তে যে ভূগর্ভ প্রোথিত বীজ মাটির কঠিন স্তর ভেদ করিয়া অদম্য প্রণালীর অঙ্কুরিত হয় তারই মত সমস্ত রক্ষণশীল জনতার উপর শেষ পর্যন্ত জয়ী হই আছে”।

- আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক প্রতি নায়কের বনোয়ারী করালি দ্বন্দ্ব আসলে প্রজন্মে দ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্ব ,অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। করালি বনোয়ারী দ্বন্দ্বের করালি নেতৃত্বে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সমাজের নতুন প্রজন্ম। করালির অভিঘাত কোনমতেই কোন সমাজে টিকিয়ে রাখার দায় তার নেই।কর্তা বাবা যদি চলে যায় কাহারদের প্রাণের শেষতম চিহ্ন যদি বাঁশ বাদী অন্ধকারে বিলুপ্তই হয়ে যায় যদি শোনা যায় শেষপ্রহরের সুর তার দায় একা করালেন নয়। আসলে নতুন সমাজ ভাবনা আদর্শ ও আধুনিকতা দুই প্রজন্মের সংঘাতের মূল কারণ। আবার এই দ্বন্দ্ব সামাজিক মর্যাদার দ্বন্দ্ব ও বটে। করালি আর্থসামাজিক কাঠামোর ফল। করালি ভাঙতে যত ভালোবাসে গড়তে

তত নয়। সে বেগবান আবেগের মাধুর্যে তার আছে গৌণ।। তার লড়াই বনোয়ারির সঙ্গে সে মাতব্বরি মানে না বিনোদন তার ধর্মে নেই সে নবীন মাতব্বর। আলোচ্য উপন্যাসের দ্বন্দ্ব শুধু বনালি বনালি দ্বন্দ্ব নয়, এ দ্বন্দ্ব হলো নবীন-প্রবীণের নায়ক প্রতিনায়ক দ্বন্দ্ব।